رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ-

অর্থ: হে আমার প্রভু প্রতিপালক! আমি আমার প্রাণের ওপর যুলুম করেছি এবং আমি আমার সকল গুনাহ্ স্বীকার করছি। তুমি আমার গুনাহ্সমূহ ক্ষমা কর, কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কেউ ক্ষমাকারী নেই। আমীন।

নাম:..... **বয়স ( )**

পিতা বা স্বামীর নাম:.....

স্থায়ী ঠিকানা– গ্রাম:..... **ডাকঘর:**.....

থানা/উপজেলা:..... **জেলা:**.....

বর্তমান ঠিকানা:.....

.....

..... **ফোন:**.....

কার তবলীগে বয়আত করছেন.....

তবলীগকারীর ফোন:.....

যে স্থানীয় জামা'তের সাথে সংযুক্ত থাকবেন:.....

বয়আতকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

বয়আত পরিচালনাকারীর স্বাক্ষর
নাম:_____

সত্যায়নকারীর স্বাক্ষর _____
(আমীর/প্রেসিডেন্ট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)

সিলমোহর:

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

(১) বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্ক থেকে সে বিরত থাকবে।

(২) মিথ্যা, ব্যাভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

(৩) খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালোবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

(৪) প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

(৬) সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরোধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।